বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন
Social Change and Development of Bangladesh

ইউনিট ৯

কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবন হচ্ছে চিরায়ত বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্য। এদেশের সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি সবকিছু গ্রামীণ ও কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু সমাজ একটি জায়গায় স্থির থাকে না। বহমান নদী যেমন সাগরের দিকে ছুটে চলে, তেমনি সমাজও সামনের দিকে অগ্রসর হয়, পরিবর্তিত হয়। বস্তুত প্রকৃতিগতভাবেই সমাজ পরিবর্তনশীল। মানুষের চেষ্টা ও চাহিদার সাথে সমন্বয় রেখে এ পরিবর্তন সাধিত হয়। তবে স্থান ও কালভেদে সমাজ পরিবর্তনের গতি ও মাত্রা সমান হয় না। এ পরিবর্তন কোথাও দ্রুত হয় আবার কোথাও মন্থর। আবার অনেক সময় দেখা যায় একই সমাজের সকল অংশে সমান গতিতে পরিবর্তন হয় না। যেমন- বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন অঞ্চল এবং ভৌগোলিক অবস্থান ভেদে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর পরিবর্তনের গতি বহুমাত্রিক। সমাজের যে অংশে শিল্পায়ন ও শহরায়ণের প্রভাব, শিক্ষার সম্প্রসারণ, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ও উন্নত যোগাযোগসহ নানা ধরনের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বিদ্যমান সে অঞ্চলে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে।

বর্তমান সমাজের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হচ্ছে উন্নয়ন। উন্নয়নও একধরনের পরিবর্তন। এ পরিবর্তন সমৃদ্ধির ও কল্যাণকর। সাধারণভাবে উন্নয়ন বলতে সার্বিকভাবে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও পরিবেশগত উন্নয়নকে বুঝায়। সনাতন উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় রূপান্তর প্রক্রিয়াকে উন্নয়ন বলা হয়। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিশেষ রূপই হচ্ছে সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবর্তন। সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে সমাজের মানুষের সমতাভিত্তিক উন্নয়ন। এখানে দারিদ্র্য বিমোচন, সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বন্টন, মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি, সঞ্চয়, মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত। বর্তমান অধ্যায়ে সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৫ দিন

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৯.১ ঃ সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের ধারণা
পাঠ-৯.২ ঃ বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ
পাঠ-৯.৩ ঃ বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষা ও গণমাধ্যমের ভূমিকা
পাঠ-৯.৪ ঃ বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে প্রযুক্তির প্রভাব:
উৎপাদন প্রযুক্তি, পরিবহন প্রযুক্তি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
পাঠ-৯.৫ ঃ বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

পাঠ-৯.১ সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের ধারণা
Concept of Social Change and Development

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের ধারণা ব্যক্ত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সমাজ, পরিবর্তন, উন্নয়ন, জীবনধারা, সামাজিক কাঠামো, সামাজিক সম্পর্ক।

সামাজিক পরিবর্তন

মানব সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। প্রাচীন সমাজ থেকেই এ পরিবর্তন ক্রিয়াশীল। ফলে সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্যবিষয়ের মধ্যে একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন। সাধারণভাবে সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজ ব্যবস্থা বা সামগ্রিক আচরণের মৌলিক পরিবর্তনকে বুঝায়। সামাজিক পরিবর্তন বলতে সামাজিক কাঠামোর পুনর্গঠন বা রূপান্তরকেও চিহ্নিত করা যায়। তবে 'পরিবর্তন' শব্দটি রূপান্তরমূলক, উৎপত্তিমূলক নয়। বস্তুত সমাজের একটি বিশেষ রূপ থেকে অন্য একটি রূপ ধারণ করাকেই সামাজিক পরিবর্তন বলে। এ রূপান্তর কখনও স্থায়ী আবার কখনও অস্থায়ী হয়। কখনো, দ্রুত গতির আবার কখনো মন্থর। সমাজে অনেক সময় বাহ্যিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, আবার কখনও অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনও দেখা যায়। পরিবর্তনশীলতার কারণেই মানব সমাজ আদিম দশা, বন্য দশা ও বর্বর দশা অবস্থা অতিক্রম করে আধুনিক উন্নত ও যৌক্তিক সমাজে উপনীত হয়েছে। এ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সমাজ অনাগত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে। সামাজিক পরিবর্তন মূলত সমাজের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতিসহ সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনকে বুঝায়।

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা

স্থান-কাল-পাত্রভেদে সামাজিক পরিবর্তন বিভিন্ন প্রকৃতির হয়। সমাজবিজ্ঞানীদের বিভিন্ন সংজ্ঞায়ও এর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। যেমন সমাজবিজ্ঞানী স্যামুয়েল কোয়েনিগ বলেছেন, "সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে মানুষের জীবনধারার পরিবর্তন।" সমাজবিজ্ঞানী Robertson এর মতে, "সময়ের ব্যবধানে সামাজিক আচরণ, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি সমাজ কাঠামোর ধরনের মধ্যে যে রদবদল হয় তাকে সামাজিক পরিবর্তন বলে।"

নৃ-বিজ্ঞানী ম্যাকেঞ্জি বলেছেন, "সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে নিহিত থাকে সামাজিক সম্পর্কের কাঠামোর পরিবর্তন। অর্থাৎ সামাজিক ভূমিকা ও তাদের সম্পর্কের পরিবর্তন, দল ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার সম্পর্কের পরিবর্তনই সামাজিক পরিবর্তন।"

সমাজবিজ্ঞানী Kingsley Davis এর মতে, "সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজ কাঠামোর কার্যাবলির পরিবর্তন।"

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভারের মতে, "সমাজের অভ্যন্তরে যে সকল সামাজিক সম্পর্কের রদবদল হচ্ছে তাই সামাজিক পরিবর্তন।"

Jon.M Shepard তাঁর Sociolgy গ্রন্থে বলেন,- "Social change is the alterations in social structures that have long-term and relatively important consequences."

T. Bottomore এর মতে, "সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজের আয়তন ও কাঠামো তথা বিশেষ বিশেষ সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন।"

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারা, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, শিল্পকলা, সাহিত্য, বস্তুগত ও অবস্তুগত এবং অবস্থানগত সকল পরিবর্তনের সমষ্টিই হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন। মূলত মানব সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক রূপের পরিবতনই হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন।

সামাজিক উন্নয়ন

'উন্নয়ন' কথাটি সকল ক্ষেত্রে ইতিবাচক অর্থে প্রয়োগ করা হয়। সামাজিক উন্নয়ন বলতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন, মানব সম্পদের বিকাশ, কাম্যজনসংখ্যা, পরিবেশ ও সামাজিক খাতের পূর্বাবস্থা থেকে অপেক্ষাকৃত উন্নততর অবস্থার পরিবর্তনকে বোঝায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনমান, আয়ুস্কাল, মানবসম্পদ ইত্যাদি খাতে একটা দেশ উন্নয়নের কোন স্তরে অবস্থান করছে তার চিত্র সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

মনীষী James Midgley সামাজিক উন্নয়নকে পরিকল্পিত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে বলেছেন, "সামাজিক উন্নয়ন হলো গতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমগ্র জনগোষ্ঠীর মঙ্গলজনক অবস্থার উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন আনয়নের প্রক্রিয়া।"

উন্নয়ন প্রসঙ্গে ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, "জীবদেহের উন্নয়ন হলো তার জীবনের উন্নতি, আর সামাজিক উন্নয়ন হলো তার সভ্যদের মধ্যে যে জীবন আছে তার উন্নতি। তাই ব্যক্তিকে কোনভাবেই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না।"

'সামাজিক উন্নয়ন' প্রত্যয়টিকে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত, শিল্প বিস্তারের পর থেকে সমবায় আন্দোলন, সামাজিক কর্ম ও কমিউনিটি উৎপাদন। দ্বিতীয়ত, আধুনিকীকরণের সমার্থক হিসেবে, তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে সমাজের বিস্তৃত পরিসরে উন্নয়ন ভাবনা। ষাটের দশক থেকে সামাজিক উন্নয়ন প্রত্যয়টি ব্যবহার হচ্ছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন, দাতাসংস্থা, এনজিও প্রভৃতি প্রত্যয়টির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক উন্নয়নের সম্পর্ক নিরূপণ করুন। **সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজ পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সমাজ আদিম অবস্থা থেকে আজকের আধুনিক অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। গ্রামীণ ও কৃষিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার স্থানে আজ শহুরে শিল্প অর্থনীতির আধিক্য। আজকের সমাজ আবার বিশ বছর কিংবা একশ বছর পরে পুরনো হয়ে যাবে। গড়ে উঠবে নতুন সমাজ। এটিই সামাজিক পরিবর্তন। সামাজিক উন্নয়ন প্রত্যয়টিও ঘনিষ্ঠভাবে সামাজিক পরিবর্তনের সাথে যুক্ত। তবে উন্নয়ন হচ্ছে সমাজের অগ্রগতি বা ইতিবাচক পরিবর্তন, যেখানে অর্থনীতি এবং জীবনমান বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমাজ জীবনের অর্থনৈতিক অঙ্গনে ইতিবাচক পরিবর্তনের ফলে কী হয়?

ক) জনসংখ্যাবৃদ্ধি পায় খ) জলবায়ুর পরিবর্তন হয় গ) জীবন যাত্রার মান উন্নত হয় ঘ) শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়

২। সমাজ পরিবর্তনের মুখ্য কারণ হচ্ছে-

ক) ধর্ম খ) সংস্কৃতি গ) প্রযুক্তি ঘ) উৎপাদন ব্যবস্থা

৩। বর্তমান বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত প্রত্যয় কোনটি?

ক) প্রগতি খ) উন্নয়ন গ) বিবর্তন ঘ) পরিবর্তন

পাঠ-৯.২ বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ
Causes of Social Change in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অর্থনীতি, সমাজ, রাজনীতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, উন্নত প্রযুক্তি।

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহ

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের কতগুলো কারণ রয়েছে যা নিম্নরূপ:

১) জনসংখ্যা বৃদ্ধি: জনসংখ্যা বৃদ্ধি সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। কোন সমাজের জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি এবং গঠন প্রকৃতির পরিবর্তনের ফলে সমাজের পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও দলীয় জীবনে পরিবর্তনের সূচনা হয়। আমাদের দেশের সীমিত ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যেটুকু ভূমি রয়েছে তার তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা অনেক বেশী। বাংলাদেশ ঘনবসতির দেশ। ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ায় দ্রুত বৃদ্ধির কারণে সমাজে বিভিন্নমুখী পরবর্তন সাধিত হচ্ছে।

২) অর্থনৈতিক কারণ: অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই অর্থনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটলে তা সামাজিক পরিবর্তনকেও ত্বরান্বিত করে। জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন উপাদান যেমন- শিল্পায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঋনপ্রদান নীতি, মুদ্রাস্ফীতি, জিডিপি, মাথাপিছু গড় আয়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে এ দেশে সামাজিক পরিবর্তন হয়ে থাকে।

৩) সামাজিক কারণ: বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয়। যেমন সম্প্রতি বাংলাদেশ অনুন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত হয়েছে যার প্রভাবে সমাজে নানা ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এছাড়াও নানাবিধ কল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ, সামাজিক উন্নয়নের বাস্তবমুখী নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি সামাজিক কারণগুলোর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, নারী স্বাধীনতা, অপরাধমূলক তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ, জঙ্গি, সন্ত্রাস ও মাদক নির্মূল গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি কারণ অন্যতম।

৪) রাজনৈতিক কারণ: রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। গণতান্ত্রিক সরকার মানুষের মুক্তচিন্তা, বাকস্বাধীনতা, সুশাসন, জবাবদিহিতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করছে।

৫) ভৌগোলিক কারণ: প্রাকৃতিক পরিবেশে ভৌগোলিক কারণে মানুষের জীবন যাত্রা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সম্প্রতি গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া, ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার প্রভাবে বাংলাদেশে আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও প্রবণতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে যা নান ধরনের নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে।

৬) শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব: বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রসার ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেশের সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তুলছে। এর ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান, জীবনবোধ ও আচার-আচরণে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পাশাপাশি নতুন ধারার সংস্কৃতি সংযোজন বা ভিন্ন সংস্কৃতির অনুপ্রবেশে সমাজে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাতে বিভিন্নমুখী সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

৭) ধর্মীয় প্রভাব: আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই ধর্ম চর্চা করে এবং এদের অধিকাংশ অনুভূতিসম্পন্ন। তাই এ দেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবন ধারায় ধর্মের প্রভাব অনস্বীকার্য। এজন্য বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তন ধর্মীয় প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান ও মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে।

৮) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন: বাংলাদেশে নানা ধরনের উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে উৎপাদন ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। মানুষের জীবনধারায় নতুন নতুন প্রযুক্তি নির্ভর অত্যাধুনিক সামগ্রী ও সুবিধার দ্বার উন্মোচিত হয়। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক আবিস্কার ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কারণে শিল্পায়ন ও শহরায়ণ ত্বরান্বিত হয়। এর ফলে সমাজে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।

৯) প্রাকৃতিক দুর্যোগ: বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, বিশেষ করে নদী ভাঙ্গন, প্রলয়ংকরী অতি বন্যা, আকস্মিক বন্যা, বজ্রপাত, খরা টর্নেডো ইত্যাদির কারণে বহু মানুষ স্থানান্তর করতে বাধ্য হচ্ছে। যে কারণে নগরে ভাসমান মানুষের চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০) আকাশ-সংস্কৃতির প্রভাব: ঔপনিবেশিক শাসন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ, বিদেশীদের আগমন এবং আচার-ব্যবহার, চাল-চলন প্রভৃতির প্রভাবে বাংলাদেশের সমাজে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যেমন- ইংরেজ শাসন এদেশের মানুষের জীবনধারাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের ফলে সমাজের মানুষের চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-দীক্ষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবনধারা প্রভৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে যা সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে।

১১) মনীষীদের প্রভাব: সমাজে প্রতিভাবান ও মনীষীদের আগমন এবং তাদের চিন্তাধারা, আচার-ব্যবহার, লেখনী প্রভৃতি সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রেখে চলেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এদেশে বিভিন্ন পির-ফকিরের আগমন, তাদের আদর্শের প্রচার, বিভিন্ন মনীষীদের লেখনী, বক্তৃতা-বিবৃতি, আন্দোলন প্রভৃতি সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। পাশাপাশি বেগম রোকেয়ার প্রচেষ্টায় নারীদেরকে শিক্ষায় শিক্ষিত করে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও স্বনামধন্য কবি, সাহিত্যিক ও লেখকের লেখনীর মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তনের নব্য ধারার সৃষ্টি হয়েছে।

১২) বিভিন্ন এনজিও এর কার্যক্রম: সম্প্রতি বাংলাদেশে অনেক বেসরকারী সংস্থা তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বিশেষ করে তাদের শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম এবং ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি গ্রামীন জন গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে সহযোগিতা করছে। এর ফলে সমাজে পরিবর্তন সাধিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলো চিহ্নিত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনের পিছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে। কোনো একটি সমাজে বিপুল জনসখ্যার উপস্থিতি ওই সমাজকে বদলে দিতে পারে। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনও সমাজকে পরিবর্তিত করে। শিক্ষা, প্রযুক্তির বিকাশ, আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবেও প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের সমাজে পরিবর্তিত হয়। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, ভৌগোলিক প্রভাব, সচেতনতামূলক কার্যক্রমও বাংলাদেশের সমাজকে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা বেশি দ্রুত বৃদ্ধির ফলে কী হয়?

ক) উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় খ) জলবায়ুর পরিবর্তন হয়

গ) সমাজে বিভিন্নমুখী পরবর্তন সাধিত হয় ঘ) শিক্ষার হার হ্রাস পায়

২। সমাজে স্থবিরতা দেখা দেয় কেন?

ক) স্বৈরশাসনের ফলে খ) গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রভাবে

গ) মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি হলে ঘ) শিক্ষার প্রসার ঘটলে

৩। সমাজ পরিবর্তনে সাম্প্রতিক উপাদান কোনটি?

ক) শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা খ) **আকাশ-সংস্কৃতি**

গ) শিক্ষা ঘ) ভৌগোলিক অবস্থা

পাঠ-৯.৩ বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষা ও গণমাধ্যমের ভূমিকা
Role of Education and Mass Media in Social Change of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষা ও গণমাধ্যমের ভূমিকা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বাংলাদেশ, শিক্ষা, গণমাধ্যম, সামাজিক পরিবর্তন, স্ব-আরোপিত নিয়ন্ত্রণ।

সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষার ভূমিকা

শিক্ষা মানুষের আচরণগত পরিবর্তন সাধন করে। সংস্কার থেকে মুক্তির মাধ্যমে সমাজের মূল্যবোধ জাগ্রত করার ক্ষেত্রেও শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষা অত্যন্ত কার্যকর। সামগ্রিকভাবে শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তনের সব থেকে বড় হাতিয়ার। সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষা যেসব ভূমিকা পালন করে সেগুলো নিম্নরূপ:

১) স্ব-আরোপিত নিয়ন্ত্রণ: শিক্ষা মানুষের মূল্যবোধকে সমৃদ্ধ করে। ব্যক্তিকে সচেতন, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষার ভূমিকা অনন্য। শিক্ষা ছাড়া ব্যক্তি তথা সমাজের প্রগতি, পরিবর্তন ও উন্নয়ন অসম্ভব। আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণে শিক্ষা কার্যকর ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা মানুষের কু-সংস্কার দূর করে জ্ঞানের মাধ্যমে যৌক্তিক মানুষে রূপান্তর করে। শিক্ষিত ব্যক্তি অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অশোভন কাজ থেকে দূরে থাকে। কারণ, শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক এবং সবধরনের যৌক্তিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে।

২) চরিত্র গঠন ও শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি: শিক্ষা ব্যক্তির চারিত্রিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায় এবং চরিত্রকে সমুন্নত করে। উন্নত চরিত্র গঠনের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যক্তির জীবনপ্রবাহকে সাবলিল করে। শিক্ষা উন্নত চরিত্র গঠনে এবং শৃঙ্খলাবোধ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে সামাজিক ভারসাম্য তৈরি করে।

৩) নৈতিকতার উন্নয়ন: শিক্ষা ব্যক্তির নৈতিকতাকে উন্নত ও জাগ্রত করে তোলে। ব্যক্তির নৈতিকতার বিকাশ ঘটানোর মাধ্যমে সমাজ কাঙ্ক্ষিত পথে পরিচালিত হয়। ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণে সহায়তার মাধ্যমে শিক্ষা সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করে।

৪) সচেতন জনগোষ্ঠী তৈরি করে: শিক্ষা বাংলাদেশের সমাজে সচেতন জনগোষ্ঠী তৈরি করে। সচেতন এ জনগোষ্ঠী সমাজের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনে অবদান রাখছে। মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার, সুশাসন, গণতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে সোচ্চার থাকার মাধ্যমে এই সচেতন জনগোষ্ঠী সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যায়।

৫) গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিয়ামক: সামাজিক পরিবর্তনে অন্যতম নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের চরিত্র গঠন, মননশীলতা ও সুকুমারবৃত্তির উন্নয়ন ঘটায়। শিক্ষিত ব্যক্তি অবাঞ্ছিত আচরণ পরিহার করে। তাই বলা যায়, শিক্ষা সমগ্র সমাজব্যবস্থায় অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

৬) পেশাগত উন্নয়ন ঘটায়: শিক্ষা মানুষের পেশাগত উন্নয়ন ঘটায়। একজন নিরক্ষর মানুষের পেশার সাথে শিক্ষিত মানুষের পেশা এবং কাজের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ফলে শিক্ষিত সমাজে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অনেক বেশি হয়।

৭) সামাজিকীকরণে শিক্ষা: একটি শিশু সমাজের বাঞ্ছিত আচরণ সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখে না। শিক্ষার মাধ্যমে তার মধ্যে এ বোধ জাগ্রত হয়, সে ভালো-মন্দের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে। সমাজের দায়িত্বশীল সদস্য বা সুনাগরিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা সর্বাধিক। যে সমাজে সব মানুষ শিক্ষিত তার সাথে নিরক্ষর একটি সমাজের পার্থক্য অত্যন্ত পরিষ্কার এবং দৃশ্যমান।

৮) পারিবারিক পরিবর্তন: শিক্ষা পরিবার কাঠামোয় পরিবর্তন সাধন করে। আধুনিক ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি অনু পরিবারে সাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। শিক্ষিত পরিবারের আর্দশ, আচরণ, মূল্যবোধ ও আত্মমর্যাদা নিরক্ষর পরিবার থেকে অনেক পৃথক।

৯) উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রনয়ণে শিক্ষা: উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নে শিক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্যে শিক্ষার প্রভাব অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ যত শিক্ষিত হচ্ছে তার প্রভাব প্রভাব উন্নয়ন কর্মকান্ডে তত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০) প্রযুক্তি, আধুনিকায়ন ও নগরায়ণকে ত্বরান্বিত করে: শিক্ষা, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, আধুনিকায়ন ও নগরায়ণকে ত্বরান্বিত করে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং এর সুফল পেতে বেশি তৎপর এবং সক্ষম থাকে। উন্নত নগর জীবনের প্রতিও বাংলাদেশের জনগণের আগ্রহ বেশি। ফলে শিক্ষা আমাদের সমাজের আমূল পরিবর্তন করে সনাতন ব্যবস্থা থেকে আধুনিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে প্রতিনিয়ত সহায়তা করছে।

সামাজিক পরিবর্তনে গণমাধ্যমের ভূমিকা

আধুনিক ও শিক্ষত সমাজের অনিবার্য উপাদান ও অনুষঙ্গ হচ্ছে গণমাধ্যম। অনেক গবেষক গণমাধ্যমকে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পঞ্চম স্তম্ভ বলে অভিহিত করেন। গণমাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য, সংবাদ, ধারণা, বার্তা, বিনোদন একসাথে বহুসংখ্যক মানুষের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয় যা সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যমের প্রধান কয়েকটি প্রচার মাধ্যম হচ্ছে:

ক. শ্রবণ মাধ্যম: রেডিও বা বেতার সর্বোৎকৃষ্ট শ্রবণ মাধ্যম।
খ. মুদ্রিত মাধ্যম: সাময়িকী, সংবাদপত্র, হ্যান্ডবিল, বুলেটিন, বই-পুস্তক ইত্যাদি।
গ. শ্রবণ-দর্শন মাধ্যম: টিভি, কম্পিউটার, ইউটিউব ইত্যাদি।
ঘ. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম: ফেসবুক, টুইটার, মোবাইল ফোনের হোয়াটস্এ্যাপ, ইমো, ম্যাসেঞ্জার ইত্যাদি।
ঙ. সনাতন মাধ্যম বা গণসম্বোধন (জনসমাবেশে বক্তৃতা)।

সামাজিক পরিবর্তনে গণমাধ্যমে ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত। বস্তুত আধুনিক সমাজে কেউ গণমাধ্যম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে হালনাগাদ তথ্য পেতে আগ্রহী মানুষের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গণমাধ্যম মানুষের এ চাহিদা পূরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। জনমত সৃষ্টির প্রধান বাহন হচ্ছে গণমাধ্যম। জনসচেতনতা তৈরিতেও গণমাধ্যামের বিকল্প নেই। যেকোনো সমাাজিক সমস্যা নিয়ে গণমাধ্যমে আলোচনা হলে তা থেকে দ্রুত উত্তরণ লাভ করা যায়। বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তন, সংস্কার, নতুন আইন বা বিধি প্রণয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে গণমাধ্যম বিশেষ দায়িত্ব পালন করে। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অনিয়মের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমের সোচ্চার ভূমিকা সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত কার্যকর। মাদকদ্রব্য, চোরাচালান, যৌন হয়রানি, প্রশ্ন ফাঁস, পরীক্ষায় নকল প্রবণতা প্রভৃতি অপরাধ রোধে গণমাধ্যম শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। সমাজে এর প্রত্যক্ষ এবং ইতিবাচক প্রভাব অনস্বীকার্য। মুক্ত গণমাধ্যম, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সুশাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে গণমাধ্যম সোচ্চার ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে একটি সমাজের অগ্রগতি, সমৃদ্ধি এবং উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। বস্তুত একটি সনাতন সমাজের সাথে আধুনিক সমাজের পার্থক্য গড়ে দেয় গণমাধ্যম। সুতরাং সামাজিক পরিবর্তনে গণমাধ্যমের ভূমিকা খুবই শক্তিশালী।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষা ও গণমাধ্যমে ভূমিকা একটি সারণিতে উপস্থাপন করুন। **সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

শিক্ষা সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে কাজ করে। শিক্ষার মূল দর্শন হচ্ছে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করা। সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষা নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পাশাপাশি শিক্ষা এমন অনেক উপাদান সৃষ্টি করে যেগুলো সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। গণমাধ্যমও সামাজিক পরিবর্তনে তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদুরপ্রসারী ভূমিকা রাখে। গণমাধ্যম বিভিন্ন সচিত্র প্রচারের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের ধারাকে অনেকাংশে এগিয়ে নিয়ে যায়। গণমাধ্যমে বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে সমাজে দুর্নীতি ও অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পায়। শুধু তাই নয় শিক্ষার গুণগতমান পরিবর্তনের কারণে মানুষের জীবনযাত্রা তথা সামাজিক ক্ষেত্রে নতুন ভাবধারা সূচিত হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি সমাজব্যবস্থায় অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করে?

ক) শিক্ষা　　খ) নগরায়ণ

গ) শহরায়ন　　ঘ) শিল্পায়ন

২। শিক্ষা মানুষের কিসের উন্নয়ন ঘটায়?

ক) প্রাকৃতিক　　খ) পেশাগত

গ) আচরণের　　ঘ) 'খ' ও 'গ' উভয়

৩। নীচের কোনটি গণমাধ্যমের অংশ হিসেবে কাজ করে?

ক) নৌকা　　খ) টেলিভিশন

গ) মঞ্চ　　ঘ) ফুটবল

৪। তথ্য প্রচারের মাধ্যমকে কী বলা হয়?

ক) গণমাধ্যম　　খ) বিপ্লব

গ) গণতন্ত্র　　ঘ) স্বাধীনতা

পাঠ-৯.৪ বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে প্রযুক্তির প্রভাব
Impacts of Technology in Social Change of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে প্রযুক্তির প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক পরিবর্তন, প্রযুক্তি, উৎপাদন প্রযুক্তি, পরিবহন প্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, প্রভাব।

প্রযুক্তির ধারণা

সাধারণত প্রযুক্তি হচ্ছে এমন এক ধরনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যা যান্ত্রিক উপায়ে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ প্রকৌশলবিদ্যা বা প্রায়োগিক বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে অর্জিত জ্ঞান হচ্ছে প্রযুক্তি। প্রযুক্তিগত জ্ঞান চর্চায় যান্ত্রিক উপকরণের (machinery and devices) ব্যবহার রয়েছে। প্রযুক্তির ব্যবহার ও বিকাশে শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অর্থাৎ সনাতন উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণের মূলে কাজ করেছে মানুষের প্রযুক্তিগত জ্ঞান। প্রযুক্তির জ্ঞান যত বিকশিত হয়েছে উৎপাদন ব্যবস্থাও তত উৎকর্ষ লাভ করেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও প্রযুক্তির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রয়োগের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো:

ক) উৎপাদন প্রযুক্তি: একটা সময় পর্যন্ত উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল সনাতনী এবং মানুষ দ্বারা পরিচালিত। যেমন তাঁতে কাপড় বোনা। শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে সেখানে একসময় মেশিনের মাধ্যমে বস্ত্র উৎপাদন ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ ঘটলো। বস্ত্রকলের সনাতন যন্ত্রপাতির উন্নয়নের পাশাপাশি ডিজিটালাইজেশন, অটোমেশন ইত্যাদি প্রযুক্তি উৎপাদনে অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধন করেছে। উৎপাদন খাতে রোবটিক প্রযুক্তিও এখন পরিচিত বিষয়।

খ) পরিবহন প্রযুক্তি: উৎপাদনের ন্যায় পরিবহন খাতেও প্রযুক্তির বৈপ্লবিক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। ঘোড়ায় টানা এক্কা গাড়ির স্থানে আজ সুপারসনিক বিমান। 'ফ্লাইং কার' এখন আগ্রহের বিষয়। অটোমেশন যুগ পার হয়ে গাড়ি চালাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবটের ব্যবহার এখন সময়ের দাবি মাত্র।

গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: গত তিন দশকে প্রযুক্তির সর্বাধিক উন্নতি সাধিত হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ খাতে। এনালগ টেলিফোন এখন যাদুঘরে। বাংলাদেশে মোবাইল ফোন প্রযুক্তির এখন চতুর্থ প্রজন্ম (ফোর জি)। ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, হোয়াটসএ্যাপ, ইমো, ম্যাসেঞ্জার, মোবাইল ব্যাংকিং এখন দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে গিয়েছে।

সামাজিক পরিবর্তনে প্রযুক্তির প্রভাব

প্রযুক্তির একটি অবিস্মরণীয় বিপ্লব বিশ্বের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অঙ্গনে ব্যাপকতর পরিবর্তনের দিকে ধাবিত করেছে। সারাবিশ্বের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় বাংলাদেশেও প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমাগত বাড়ছে। স্বভাবতই বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে প্রযুক্তিবিদ্যারও অগ্রগতি ঘটছে। উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক বা উপাদান হলো তথ্য প্রযুক্তি। কৃষি এবং অকৃষি উভয় খাতেই আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। সম্প্রতি বাংলাদেশে ই-কৃষি চালু হয়েছে যার সুফল সকল স্তরের কৃষক এবং ভোক্তা ভোগ করছে। একই সঙ্গে কৃষি উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাতকরণের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। তবে উৎপাদন এবং পরিবহন প্রযুক্তি অপেক্ষা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সমাজ জীবনে বেশি প্রভাব বিস্তার করছে। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলো কম্পিউটার ও ইন্টারনেট। এ দুই প্রযুক্তির সম্মিলিত রূপ হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। উৎপাদন, পরিবহন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রকেই স্পর্শ করে। সমাজের সর্বত্র এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে এ প্রভাব সব সময় ইতিবাচক না ও হতে পারে। প্রযুক্তির বেশ কিছু নেতিবাচক প্রভাবও সমাজে পরিলক্ষিত হয়। এখানে সামাজিক পরিবর্তনে প্রযুক্তির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১) যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিবর্তন: যোগাযোগ ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রযুক্তি যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেছে। দুই ধমক পূর্বেও অফিসিয়াল যোগাযোগের জন্য যেখানে ফাইল পত্র নির্বাহ করতে মাসের পর মাস সময় লাগতো তা এখন অতি অল্প সময়ে

বা কয়েক মিনিটে বা তার চেয়েও কম সময়ে সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন তথ্য আদান প্রদানের প্রয়োজনীয় উপাত্ত এবং ফাইলসমূহ ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে স্থানান্তর করা হচ্ছে অতি অল্প সময়ে। এসবের ফলে একদিকে যেমন সময়ের অপচয় রোধ হচ্ছে অন্যদিকে যোগাযোগের গতিশীলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে যা সার্বিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ফলে সমাজ দ্রুত প্রযুক্তি নির্ভরতার দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস পাচ্ছে।

২) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি: প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে অল্প জনবল দিয়ে অধিক কাজ করা সম্ভবপর হচ্ছে। ফলে কর্মী প্রতি ব্যয় কমেছে এবং এখন অল্প ব্যয়ে কর্মীর কাছ থেকে অনেক বেশী করে উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। ফলে বিনিয়োগ কম লাগছে এবং কর্মী ব্যবস্থাপনা সহজ হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে যা কার্যত অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৩) ই-কৃষি: কৃষি উন্নয়নে তথ্যও যোগাযোগ প্রযুক্তি নব দিগন্তের সূচনা করেছে। কৃষি তথ্য, গবেষণা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে তথ্য প্রযুক্তি বিশেষ ভূমিকা রাখছে। আবহাওয়া, ফসল বপন ও পরিচর্যা, সার প্রয়োগের তথ্য, রোগবালাই দমন ইত্যাদি কৃষি তথ্য অনলাইনের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে কৃষকেরা জানতে পারছে; যা উৎপাদন বৃদ্ধি ও পণ্য বাজারজাত করতে সহায়তা করছে।

৪) ই-কমার্স: অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাময় দিক হলো ই-কমার্স। ই-কমার্স হচ্ছে পণ্য কেনাবেচা ও আর্থিক লেনদেনের ইলেকট্রনিক সংস্করণ। ফলে অর্থনৈতিক লেনদেন ও বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় উদ্যোগের পথ সুগম হচ্ছে।

৫) ই-ব্যাংকিং: ব্যাংকিং একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল মাইলফলক। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে ব্যাংকিং যাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও লেনদেন তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর হওয়ায় ব্যাংকের কর্মদক্ষতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাংকগুলো ব্যাংকিং সেবা অনলাইনে এটিএম বুথের মাধ্যমে দিন রাত ২৪ ঘন্টা লেনদেনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ফরেন রেমিটেন্স পাঠানোর ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এ সবই অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বড় ধরনের ভূমিকা রাখছে।

৬) ই-গভরনেন্স: সরকারি অনেক ধরনের সেবা অনলাইনে হচ্ছে। ফলে সরকারের নাগরিক সুবিধা জনগন সহজেই নিতে পারছে এবং সরকারের জবাবদিহিতা বাড়ছে। দেশের উন্নয়নের জন্য এ বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

৭) সচেতনতা বৃদ্ধি: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে ঘরে ঘরে তথ্য পৌঁছে যাচ্ছে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে। ফলে ঘরে বসেই মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে জানতে পারছে যা তাদেরকে অধিকার বিষয়ে সচেতন করে তুলছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সুশাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি হচ্ছে।

৮) নারীর ক্ষমতায়ন: নারীর ক্ষমতায়নেও তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে । অনেকে ঘরে বসেই উপার্জন করতে পারছেন। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার পাশাপাশি অধিকার সচেতনতা এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন সংস্থার সহায়তা কামনা (হতে পারে ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে) করে নারী সমাজ নিজেদের সক্ষমতা অর্জন করতে পারছেন।

৯) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনমত তৈরি: ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম জনমত তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মূলধারার গণমাধ্যম কোনো বিষয়কে কম গুরুত্ব দিলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এটি অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাপক প্রচার পেতে পারে।

১০) বিনোদন: তথ্য প্রযুক্তি মানুষের বিনোদনের ক্ষেত্রেও ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করছে। আবহমান গ্রামীণ লোকজ সংস্কৃতি অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছিলো কিন্তু বর্তমানে আবার প্রযুক্তির কারণে ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, পথ নাটক, যাত্রা, পুঁথি,জারি-সারি, যাত্রাপালা অনেকটাই সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। হলে গিয়ে সিনেমা দেখার আগ্রহও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ইউটিউব কিংবা মেমোরি কার্ডের মাধ্যমে সুবিধাজনক সময়ে পছন্দমত বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানসমূহ উপভোগের সুযোগ রয়েছে।

১১) আউটসোর্সিং: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে কর্মসংস্থানের বিষয়টিও নতুন মাত্রা পেয়েছে। এখন মানুষ অনলাইনে ঘরে বসেই অনেক কাজ করতে পারছে, ফলে অনেক কাজের ক্ষেত্রেই কর্মস্থলে বা অফিসে আসার প্রয়োজন হচ্ছে না। এতে করে বিনিয়োগকারীদের পক্ষে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে দূরে থেকেও কর্মসংস্থান করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে

অনলাইন-ভিত্তিক এক বিশাল কর্মীবাহিনী গড়ে উঠেছে, যারা প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে কাজ করছে। এতে কর্মী ব্যয় একদিকে কমছে অন্যদিকে বিভিন্ন স্থানে কর্মী বা কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। এর ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুনমাত্রা যুক্ত হচ্ছে।

১২) শিক্ষাক্ষেত্রে: তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শিক্ষাকে অত্যাধুনিক এবং গতিশীল করেছে। ঘরে বসেই বিশ্বের নামিদামী লাইব্রেরির বইপুস্তক পড়া যাচ্ছে। অনলাইন বা ই-লার্নিং এবং ই-বুক ব্যবহার করে উচ্চশিক্ষা এখন জনপ্রিয়। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা অনলাইন হওয়ায় দূর দূরান্ত থেকে সব ধরনের যোগাযোগ অনেকটা সহজ হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয় অনলাইনে। এতে ভোগান্তি যেমন হ্রাস পেয়েছে, তেমনি কমেছে খরচ ও সময়ের বিড়ম্বনা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি আশীর্বাদ হিসেবে পরিগণিত।

১৩) চিকিৎসা ক্ষেত্রে: তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকেও উন্নত, সাশ্রয়ী ও কার্যকরী করেছে। মানুষ ঘরে বসেই অনেক সময় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসাও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারছে। ডাক্তারগণও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিক রোগ নির্ণয় করে ফলপ্রসু চিকিৎসা দিতে পারছে। নতুন নতুন দূরারোগ্য ব্যাধির কারণ জানাসহ এসব রোগের কার্যকরী ঔষধ তৈরিও সম্ভব হচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন সময় ও অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে, অন্যদিকে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে তথ্য প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব: আগেই বলা হয়েছে, প্রযুক্তির কিছু নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে। প্রযুক্তি কিছু মানুষকে বেকার করে দেয়। প্রযুক্তির বিশ্বায়নের ফলে ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি আক্রান্ত হয়। পর্ণোগ্রাফি মহামারী আকারে বিস্তার ঘটে। হ্যাকিংসহ দুর্নীতি ও প্রতারণার নতুন নতুন ক্ষেত্র চালু হয়েছে। পারিবারিক সম্পর্ক শিথিল হয়ে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সময়ের অপচয় করার ফলে উৎপাদনশীল কিংবা সৃষ্টিশীল কাজে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে। পাশাপাশি অনেকের মানসিক এবং স্নাকুবিক অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হচ্ছে যা সমাজে নানা ধরনের অপরাধ প্রবণতাও সৃষ্টি করছে। অনেকে ফেসবুককে নেশাদ্রব্যের সাথে তুলনা করেন। বস্তুত ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম একটি ‘ডিজুস প্রজন্ম’ তৈরি করছে যাদের অনেকে নৈতিক মূল্যবোধ ও আচরণবিধির কোনো তোয়াক্কা করে না। অন্য সংস্কৃতির নাটক, সিরিয়াল, সিনেমা ইত্যাদি সহজলভ্য হওয়ায় অনেকে নিজ সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। নাটক, সিরিয়াল কিংবা সিনেমায় বিভিন্ন ঘটনা দেখে অনেকে সন্ত্রাস, নেশা করা, ধর্ষণসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রযুক্তি কীভাবে সমাজে প্রভাব বিস্তার করে তার একটি তালিকা করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে প্রযুক্তি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির কার্যকরী ভূমিকার সুফল হিসেবে বাংলাদেশের উৎপাদন, পরিবহন ও তথ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হচ্ছে। প্রযুক্তি শুধু আশীর্বাদ হিসেবে প্রতিফলিত হচ্ছে তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সুতরাং প্রযুক্তি সামাজিক পরিবর্তনে অনন্য ভূমিকার অধিকারী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়–
ক) বনায়নের খ) বিশ্বায়নের গ) সামাজিক কুসংস্কারের ঘ) সংস্কৃতির

২। সামাজিক পরিবর্তন বলতে বোঝায়–
ক) দালান কোঠা বৃদ্ধি খ) সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন গ) শিল্পায়ন ঘ) নগরায়ণ

৩। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি-
ক) উন্নয়নশীল দেশ খ) উন্নত দেশ গ) রাজতান্ত্রিক দেশ ঘ) স্বৈরতান্ত্রিক দেশ

পাঠ-৯.৫ বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব
Impacts of Globalization in Social Change of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক পরিবর্তন, বিশ্বায়ন, প্রভাব, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, বাজার ব্যবস্থা।

বিশ্বায়নের ধারণা

একবিংশ শতাব্দীর আলোচ্য বিষয় হলো বিশ্বায়ন। অনেকের মতে, এটা এমন একটি প্রক্রিয়া যা তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির এক বিস্ময়কর বিকাশকে নির্দেশ করে। অনেকে মনে করেন, বিশ্বব্যাপী একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুঁজিবাদের সংযোজন হল বিশ্বায়ন। বিশ্বায়ন পৃথিবীর সমগ্র অধিবাসীদেরকে বিশ্বকে একটি বিশ্ব গ্রামে (Global village) পরিণত করেছে। এটি বিশ্বের জনগোষ্ঠীকে এনেছে কাছাকাছি আর করছে পরস্পর পরস্পরকে উপর নির্ভরশীল। বিশ্বায়ন সম্পর্কে ম্যাকগ্রে (McGrew) বলেন, 'বিশ্বায়ন হলো হয় আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে বহুবিধ সংযোগ ও সম্পর্কের নিমিত্তক।' *Oxford Dictionary of Business* গ্রন্থে বলা হয়েছে, বিশ্বায়ন হল বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য বা সেবাসমূহের আন্তর্জাতিকরণের একটি প্রক্রিয়া। Andre Gunder Frank -এর মতে, 'বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া যেমন বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থানের, অর্থনীতি তেমনই, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্পদ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করার প্রক্রিয়া যা পরস্পরকে প্রভাবিত করছে, আবার এগুলোর মাধ্যমে প্রভাবিত হচ্ছে।' আলব্রো (Albrow) বলেছেন, বিশ্বায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মধ্যে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বস্তুত বিশ্বায়ন হল পুঁজিবাদের নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদের একটি প্রক্রিয়া বা অর্থনৈতিক কৌশল। বিশ্বায়নে তিনটি মৌলিক উপাদান পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হচ্ছে, ক) পণ্যের অবাধ প্রবাহ, খ) তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং গ) শ্রমের অবাধ প্রবাহ।

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বায়নের প্রভাব

বাংলাদেশে বিশ্বায়নের প্রভাব বা ফলাফল ইতিবাচক ও নেতিবাচক।

ক) ইতিবাচক ফলাফল

১. মুক্তবাজার অর্থনীতির সম্প্রসারণ: মুক্ত বাজার অর্থনীতি সম্প্রসারণের ফলে এই দেশের সাথে বিশ্বের অন্যদেশের নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এর ফলে বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্য অপর দেশে যেতে বাধা নেই। বিভিন্ন দেশের দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মুক্ত বাজার অর্থনীতির সম্প্রসারণ ঘটেছে।

২. প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি: বিশ্বায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতার সুযোগ পাচ্ছে। সব ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থাকায় বাংলাদেশের মানুষের জীবনে অবদান রয়েছে ও সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. যোগাযোগ ব্যবস্থা: বিশ্বায়নের অন্যতম ইতিবাচক দিক হল যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন। অতীতের সেই সনাতন যানবাহনের জায়গায় আধুনিক প্রযুক্তি ভিত্তিক দ্রুত গতিসম্পন্ন যানবাহনের ব্যাপকতা বাংলাদেশে লক্ষ্য করার মতো। এতে আভ্যন্তরীণ ও বহি:বিশ্বের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা অধিক গতিশীল হয়েছে।

৪. কর্মসংস্থান সৃষ্টি: বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশে বহুমুখী কোম্পানী এবং বিদেশী বিনিয়োগ বেড়ে গেছে। শিল্পখাতে ব্যাপক বিনিয়োগ থাকায় প্রচুর পরিমাণে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। ফলে দেশ বিদেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

৫. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা: বিশ্বায়ন বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বহুলাংশে গতিশীল করেছে।

৬. শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন: বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন সমগ্র বিশ্বের সমমানের এবং এদেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর হার বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ জনসমস্পদ তৈরি হচ্ছে যার ফলে দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের পথ সুগম হচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে একদেশ থেকে অন্যদেশে মেধাবীরা পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে। তারা উন্নত প্রযুক্তির সাথে দিনদিন পরিচিত হচ্ছে। এতে বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষার হার ও গুণগত মান বাড়ছে।

৭. ব্যাংকিং ও বীমা ব্যবস্থার উন্নয়ন: ব্যাংকিং ও বীমা ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশ্বায়নের ভূমিকা অপরিসীম। সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যাংকিং ও বীমা ব্যবস্থার অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে। উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে লেনদেন থেকে শুরু করে ব্যাংক ও বীমার নানাবিধ ই-ক্যাশ, ই-ব্যাংকিং ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফলে সেবার মান অনেকাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয়হ্রাস পাচ্ছে।

৮. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন: বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উপরও পড়ছে। এ ধরনের প্রক্রিয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থার সংস্কার সাধিত হয়েছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটছে। উন্নত প্রযুক্তিতে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

৯. মানব সম্পদের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন: মানব সম্পদ রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বিশ্বায়ন মানব সম্পদ উন্নয়ন ও রপ্তানিতে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের জনসংখ্যা এক সময় ছিলো বোঝাস্বরূপ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে খেন বাংলাদেশের জনগণের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে। ফলে তারা ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে অন্যদেশে গমন করছে বিনিময়ে দেশীয় অর্থনীতিতে বড় ধরনের অবদান রাখছে।

খ) বিশ্বায়নের নেতিবাচক ফলাফল

১. সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন: বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদশে সমাজ ব্যবস্থা অতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। পারিবারিক ভাঙ্গন, বিবাহ বিচ্ছেদ, বিচ্ছিন্নতা, প্রবীন সমস্যা, মাদকাসক্তি, সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ দিন দিন বেড়ে চলেছে।

২. পরিবেশ বিপর্যয়: বিশ্বায়নের প্রভাবে এদেশের পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। বহুজাতিক কোম্পানীগুলো অধিক মুনাফা লাভের আশায় তাদের অধিকাংশ শিল্প কারখানা ও ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট বাংলাদেশসহ অন্যান্য অনুন্নত দেশে স্তাপন করেছে অথচ বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্জ্য পরিশোধন করা হচ্ছে না। পাশাপাশি নগরায়ন ও শিল্পায়ন পরিবেশ দূষণ করছে।

৩. নব্য ঔপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার: বিশ্বায়ন প্রকিয়া ব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য, বাজার ব্যবস্থাপনা, তথ্য প্রযুক্তি ও তাদের উন্নত পণ্য সামগ্রী রপ্তানীর নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ অনুন্নত বিশ্বে নব্য ঔপনিবেশবাদ ধাচে বাজার ও মার্কেট সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের কাজ করছে।

৪. জীবনযাত্রায় অস্থিরতা: বিশ্বায়নের ফলে পশ্চিমা বিশ্বের তথাকথিত উন্নত জীবনযাত্রা, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রভাব জনজীবনে এক ধরনের অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। ফলে মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন হচ্ছে। মূল্যবোধের পরিবর্তনের ফলে সামাজিক অনুশাসনহ্রাস পাচ্ছে।

৫. স্থানীয় উদ্যোগ বিকশিত হতে পারছে না: মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে উন্নত বিশ্ব বাংলাদেশসহ প্রান্তিক দেশগুলোতে অবাধে পণ্য, প্রযুক্তি ও সেবা বিপনন করে। এক্ষেত্রে স্থানীয় বা দেশীয় উৎপাদন, প্রযুক্তি ও সেবাখাত প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে রুগ্ন হয়ে পড়ছে, হারিয়ে যাচ্ছে।

৬. অপসংস্কৃতির বিস্তার: বিশ্বায়ন সমগ্র বিশ্বকে সমন্বয় ও সমন্বিত করেছে। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতিতে পার্থক্য রয়েছে। কোনো দেশের সংস্কৃতি অন্য একটি দেশের জন্য অপসংস্কৃতি বলে প্রতীয়মান হতে পারে। কিন্তু বিশ্বায়নের ফলে অনেক সময় অপসংস্কৃতি আমাদের দেশের মূলধারার সংস্কৃতিতে ঢুকে পড়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

৭. অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে: বিশ্বায়নের সুফল পাচ্ছে এককভাবে শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলো। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া উন্নত দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। ফলে ধনী দেশগুলোর সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দরিদ্র দেশগুলো ক্রমশ দরিদ্র হতে থাকে। এক্ষেত্রে ধনী দেশগুলো বহুজাতিক সংস্থার মাধ্যমে নিজ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটায়। অনুন্নত দেশগুলো প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ধনী দেশের বাজারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিশ্বায়নের সুফল ও কুফল সম্পর্কে একটি সারণি প্রস্তুত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

আধুনিক বিশ্বের এক অনিবার্য বাস্তবতা হচ্ছে বিশ্বায়ন। বিশ্বায়ন সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। এ প্রভাব কখনো ইতিবাচক আবার কখনো নেতিবাচক। তবে বিশ্বায়ন মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক গতি এনে দিয়েছে। একদেশ থেকে অন্যদেশে যোগযোগ, যাতায়াত, পরিবহন, আমাদানি-রপ্তানী, তথ্যের আদান-প্রদান অনেক সহজতর হয়েছে। সর্বোপরি উন্নয়নের চাকা দ্রুতগতিতে ঘুরছে। তবে সে উন্নয়ন সর্বজনীনি বা সমতাভিত্তিক নয়। দরিদ্র দেশগুলো এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। ফলে বিশ্বায়ন বিরোধী জনমতও ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিশ্বকে এক পাল্লায় এনেছে–
ক) স্যাটালাইট খ) ডিসএন্টিনা
গ) ইন্টারনেট ঘ) ওয়ারলেস

২। বিশ্বায়ন হচ্ছে–
ক) উপনিবেশবাদ খ) বিশেষ অর্থনৈতিক কৌশল
গ) মানুষে মানুষে সমতা ঘ) কোনোটি নয়

৩। বিশ্বায়নের ক'ধরনের প্রভাব রয়েছে?
ক) দু'ধরনের খ) তিন ধরনের
গ) চার ধরনের ঘ) পাঁচ ধরনের

৪। বিশ্বায়নের ফলে–
ক) উষ্ণায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে খ) রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে
গ) মানুষের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে ঘ) অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে

ইউনিট-৯ এর উত্তরমালা:

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১	ঃ	১। গ	২। ঘ	৩। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২	ঃ	১। গ	২। ক	৩। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩	ঃ	১। ক	২। ঘ	৩। খ	৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪	ঃ	১। খ	২। খ	৩। ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫	ঃ	১। গ	২। খ	৩। ক	৪। ঘ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	ঃ	১। ক	২। খ	৩। ক	৪। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। সামাজিক পরিবর্তন বলতে আমরা বুঝি সমাজ কাঠামোর-

ক) পুনর্গঠন খ) পৃথকীকরণ

গ) একত্রীকরণ ঘ) বিকেন্দ্রীকরণ

২। কোনটি বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ?

ক) রাজনৈতিক ব্যবস্থা খ) উৎপাদন ব্যবস্থা

গ) পারিবারিক ব্যবস্থা ঘ) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৩। বিশ্বায়নের প্রভাবে জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে-

(i) সচেতনতা

(ii) মূল্যবোধ

(iii) অসচেতনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে যাদের অবদান- খুবই গুরুত্বপূর্ণ

(i) এ.কে ফজলুল হক

(ii) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

(iii) নবাব শায়েস্তা খান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

অহনা, তৃষা ও প্রিয়া তিনবোন। বাবার মৃত্যুর পর তিনজনই শহরে এসে সোয়েটার কারখানায় কাজ করে। বেতন পেয়ে মার কাছে টাকা পাঠাতে খুব কষ্ঠ হতো। কিছুদিন পর মোবাইলে টাকা পাঠাতে থাকে। তিনবোনের উপার্জন দিয়ে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করে। পরে সেখানে একটি ফটোকপি মেশিন, কম্পিউটার স্থাপন করে। তারা ব্যবসা শুরু করে। পরবর্তীতে তারা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

ক) বিশ্বায়ন কী? ০১

খ) সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বুঝ? ০২

গ) উদ্দীপকে অহনাদের টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়াকে সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের কোন ধারণাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ০৩

ঘ) উদ্দীপকটির পরিবর্তন প্রত্যক্ষও পরোক্ষভাবে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফল-মূল্যায়ন কর। ০৪